NOV. 28 2001

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৩....

ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের রাজস্ব খাতে আরও ৪২২ কর্মকর্তা-কর্মচারী অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে

শরিফুজ্জামান পিন্টু

দেশজুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা চললেও অযৌক্তিকভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের রাজস্ব খাতে আরও ৪২২ জনবল অন্তর্ভুক্ত করে বছরে ছয় কোটি টাকা অপচয় করার আমলাতান্ত্রিক কৌশল বাস্তবায়ন হবার পথে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের দু'টি উন্নয়ন প্রকল্পের দু'জন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে ডিপার্টমেন্টের নেতৃত্বে বসানোর জন্য তড়িঘড়ি করে গোটা প্রকল্পের এই ৪২২ জনবল রাজস্ব খাতে আনার প্রক্রিয়া অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়। আত্মীয়তা ও দুর্নীতির জোরে জগাখিচুড়ি অবস্থায় জোড়াতালি দিয়ে চলা এই ডিপার্টমেন্টকে আরও মাথা ভারি করার চেষ্টা করছে একটি মহল। মঙ্গলবার এই ফাইল গেছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ক্লিয়ারেন্সের জন্য। উন্নয়ন খাতের এই জনবলের কাছ থেকে তাদের রাজস্ব খাতে নেয়া বাবদ বিভিন্ন খরচ দেখিয়ে বেশ মোটা অঙ্কের চাঁদাও ওঠানো হয়েছে বলে ডিপার্টমেন্টে জনশ্রুতি রয়েছে।

জানা যায়, '৯৭ সালের ৩০ জুন সাধারণ শিক্ষা প্রকল্প দু'টি শেষ হয়। এই প্রকল্পের ৪২২টি পদের কোন প্রয়োজন এখন ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টে নেই। প্রকল্প দু'টির দু'জন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী– এ বি এম আব্দুল মোমেন এবং পি কে বিশ্বাস ইতোমধ্যে অবসরে গেছেন। কিন্তু নতুন করে এই পদ দু'টি সৃষ্টির জন্য প্রকল্পের সকল জনবল রাজস্ব খাতে নেয়ার পাঁয়তারা চলছে। অথচ '৮৭ সালে অর্থমন্ত্রীর লেখা এক শর্তযুক্ত চিঠিতে শিক্ষামন্ত্রীকে বলা হয় যে, সাধারণ শিক্ষা প্রকল্প ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের প্রস্তাব ভবিষ্যতে পেশ করা হলেও প্রকল্পের দু'টি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং চারটি নির্বাহী প্রকৌশলীর পদ বাদ দিতে হবে। সরকারের এই সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে দু'টি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং চারটি নির্বাহী প্রকৌশলীর পদ রাজস্ব খাতে নেবার জন্য গোটা ৪২২ জনবলকে টেনে আনা হচ্ছে। এই জনবল কাজে লাগানোর কোন সুযোগ বর্তমানে ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টে নেই। তাছাড়া এদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য খরচ বাবদ সরকারকে বছরে বহন করতে হবে প্রায় ছয় কোটি টাকা। উল্লেখ্য, ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টে বর্তমানে রাজস্ব খাতে ৫৭০ টি পদ রয়েছে। এই জনবল অনুপাতে কর্মকাণ্ড দিন দিন সঙ্কুচিত হচ্ছে।

বছরে ৬ কোটি টাকা অপচয়ের কৌশল বাস্তবায়নের পথে

সূত্রমতে, বহু দেনদরবার সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ সরকার এই মাথাভারি প্রকল্পের জনবলের বোঝা মাথায় নেয়নি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ এক কর্মকর্তা চেষ্টা-তদ্বির শুরু করেন। তিনি এখন সফলের দ্বারপ্রান্তে। ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের প্রধান প্রকৌশলীর চলতি দায়িত্বে নিয়োজিত জাহেদুর রহমান উন্নয়ন প্রকল্পের একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী। তিনিও চেষ্টা করছেন প্রকল্প দু'টি রাজস্ব খাতে নেবার জন্য। কারণ প্রকল্প দু'টি রাজস্ব খাতে গেলে তিনি নিজেই রাজস্ব খাতের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হবেন এবং সুযোগ পাবেন প্রধান প্রকৌশলী হবার। ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর একটি মাত্র পদ এবং এই পদে গত ১৬ বছর ধরে কর্মরত আছেন এস এস এম এ মান্নান। সাবেক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক কর্মকর্তার অযৌক্তিক নির্দেশ না শোনার কারণে ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী থাকা অবস্থায় ওএসডি হন জনাব মান্নান। সম্প্রতি সংস্থাপন মন্ত্রণালয় তাঁকে ফ্যাসিলিটিজের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদে দায়িত্ব দেবার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তাঁর চাকরি ন্যস্ত করেছে। নিয়ম অনুযায়ী তাঁকে ফ্যাসিলিটিজে তত্ত্বধায়ক প্রকৌশলীর একমাত্র পদে নিয়োগ দেবার কথা। কিন্তু ফ্যাসিলিটিজে কর্মরত উন্নয়ন খাতের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জাহেদুর রহমানকে প্রধান প্রকৌশলী করতে প্রয়োজন তাঁর রাজস্ব খাতের অন্তর্ভুক্তকরণ। আর তা করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক পদস্থ কর্মকর্তা। দু'একদিনের মধ্যে এসএসবির সভায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর পদ সৃষ্টি করে জাহেদুর রহমানকে সেই পদে পদোন্নতি দিয়ে প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্ব দেবার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হয়ে গেছে। প্রশ্ন উঠেছে– ফ্যাসিলিটিজের প্রধান প্রকৌশলী করার জন্য এতকিছু করার হেতু কি? তাছাড়া এস এস এম এ মান্নানকে যদি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী করতে আপত্তি থাকে তাহলে দেশে কি প্রকৌশলীর এতই অভাব যে কাউকেই প্রধান প্রকৌশলী পদে দায়িত্ব দেয়া যায় না? উন্নয়ন খাতের এক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে রাজস্ব খাতে নেবার জন্য গোটা প্রকল্প ধরে টান দেয়া, এসএসবির সভায় নতুন করে রাজস্ব খাতের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর অপ্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি এবং ডিপার্টমেন্টকে পঙ্গু করে রাখার জন্য দায়ী করা হচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তাকে। ফ্যাসিলিটিজের প্রধান প্রকৌশলীর চলতি দায়িত্বে নিয়োজিত জাহেদুর রহমান জনকণ্ঠকে বলেন, মানবিক বিবেচনায় উন্নয়ন খাতের প্রকল্পগুলো রাজস্ব খাতে নেবার প্রক্রিয়া চলছে। সরকারের এই বিপুল অর্থের অপচয় সম্পর্কে তিনি বলেন, এতদিন চাকরির পর আমরা যাব কোথায়? ডিপার্টমেন্টে অনিয়ম, অব্যবস্থাপনার কথা স্বীকার করে তিনি বলেন, ভাবতে অবাক লাগে ফ্যাসিলিটিজের পর জন্ম হয়ে এলজিইডি আজ কোথায় চলে গেছে আর এই ডিপার্টমেন্টের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হচ্ছে। অথচ প্রচুর ভাল কাজের সুযোগ রয়েছে এখানে। কিন্তু ফান্ড নেই। কাজ বেশি ফান্ড কম। একটি সুন্দর ডিপার্টমেন্টকে ভাল করা গেল না বলে তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করেন। জানা যায়, যে দু'টি উন্নয়ন প্রকল্প ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের রাজস্ব খাতে আনা হচ্ছে তা এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প নয়। এই দু'টি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের প্রকল্প। বর্তমানে গ্রামীণ পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করে এলজিইডি এবং এ জন্য এলজিইডিকে শতকরা দুই ভাগ পরামর্শ ফী দেয়া হয়। অন্যদিকে টাউন ও সিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও পুনর্নির্মাণের কাজ করে ফ্যাসিলিটিজ এবং এজন্য ফ্যাসিলিটিজকে শতকরা দুইভাগ পরামর্শ ফী দেয়া হয়। যেখানে পরামর্শ ফী দিয়ে গ্রামের কাজ এলজিইডিকে দিয়ে এবং শহরের কাজ ফ্যাসিলিটিজকে দিয়ে করানো হচ্ছে সেখানে উন্নয়ন প্রকল্পের পদগুলো ফ্যাসিলিটিজের রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ যেখানে পরামর্শ ফী দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে সেখানে বছরে প্রায় ছয় কোটি টাকা অপচয় করে রাজস্ব বাজেটে স্থায়ী জনবলের বোঝা সৃষ্টি অযৌক্তিক বলে আখ্যা দিচ্ছেন ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ।